পটভূমি

লেনিন- সেবা করেছেন বটে পুঁজিতন্ত্রী স্বার্থের। কিন্ত দাবী করেছেন যে, তিনি কমিউনিস্ট। কমিউনিস্ট বলেই তিনি দুনিয়াময় পরিচিত। উপরন্ত, লেনিনবাদের স্রষ্টা হিসাবে তিনি স্বীকৃত। এটিও স্বীকৃত যে, কমিউনিস্টরা কেবল মার্কসবাদী নয়, বরং লেনিনবাদীও । আমিও জানতাম ও মানতাম তাকে সেই ভাবেই। কিন্তু, কখনো মনে হয়নি, মার্কস বা এ্যাংগেলস আদৌতেই মার্কসবাদী ছিলেন কি না অথবা তারাতো লেনিনবাদের কালের নয়, তা-হলে লেনিনবাদী না হয়েও তারা কিভাবে কমিউনিস্ট ছিলেন? অথবা, এটিও কখনো ভেবেছি বলে মনে পড়ে না যে, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর বা পর্যায় না দেখেই মার্কসরা পুঁজিতন্ত্রের মৃত্যু পরোয়ানা- কমিউনিস্ট ইশতেহার রচনা করলো কি ভাবে? অথচ, তা বিবেচনা না করেই আমিও একটি লেনিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টির মোড়ল ছিলাম বহুদিন। বোকা আর কাকে বলে! সত্য নয় জেনেও কেবলই নিজেদের সংকীর্ণ ও হীন স্বার্থে জগত ও জীবন সৃষ্টি ও বিলয় সম্পর্কে নানান বানোয়াটি কল্পকাহিনী রচনা করেছিল বটে মানুষকে মানুষের জীবিকা করার পরজীবীতার পত্তনকারী দাস প্রভু তথা শোষকবর্গীয়রাই। তাইতো ঐসব কাহিনী এখন মিথ বা মিথলোজি হিসাবে গণ্য ও বিবেচ্য। তবে, এখনো এই বৈজ্ঞানিক উপকরণাদির ব্যাপক ব্যবহারের সময়কালেও দুনিয়াময় মিথলোজির অনুগামী ও অনুসারী কম নয়,সুবিধাভোগীতো আছেই।

লেনিনও অনুরূপ কল্পকাহিনী রচনা করেছেন তার কথিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নিয়ে। ট্রটস্কি, ষ্ট্যালিন, মাও, হোচি, টিটু, কিম, হোক্সা, প্রমুখ লেনিনবাদী সুবিধাভোগী মোড়ল গয়রহ লেনিনকে মাইথোলজিক্যাল হিরো বানাতে সৃজন করেছে আরো বহু ধরণের মন গড়া রাজনৈতিক তবে বানোয়াটি গল্প। কার্যত, লেনিনবাদ হচ্ছে পুঁজিতন্ত্রী যুগের মাইথোলজি। যদিচ, মাইথোলজির অসারতা ও ভুয়ামি নিশ্চিত করেছিল বিপ্লবী পুঁজিপতি শ্রেণী। কিন্তু, প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণী পুঁজির স্বার্থে আমদানী করেছে লেনিনীয় মাইথোলজি।

মার্কস-এ্যাংগেলস আবিস্কার, সূত্রায়িত ও ব্যাখ্যা করেছেন সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান। তাই, লেনিনের চাতুরালী, বজ্জাতি ও ভন্ডামির মুখোশ এবং লেনিনবাদী পার্টিগুলোর খোলস উন্মোচন, ছিন্ন ও উন্মুক্ত করা ব্যতিত কমিউনিস্ট আন্দোলন পুনর্গঠন করা সম্ভব নয়। অতঃপর, তদার্থে আমরা সক্রিয় এবং তদ্বিষয়ে আমাদের বেশ কিছু পুস্তকাদি থাকা সত্ত্বেও আমার কয়েকজন বন্ধু খুবই সংক্ষিপ্তভাবে লেনিনকে জানতে আগ্রহী। সুতরাং, বন্ধুদের আগ্রহের ফল- 'লেনিন কি কমিউনিস্ট ছিলেন?'

শাহ্ আলম

ঢাকা-২০ নভেম্বর, ২০১৪।

লেনিন
কি
কমিউনিস্ট ছিলেন?

না।

তবে, লেনিনের প্রতি অন্ধ ও লেনিনবাদের সুবিধাভোগীরা এখনো দাবী করছে যে, একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার হেতুবাদে লেনিন একজন ইতিহাস নির্মাতা কমিউনিস্ট নেতা। যদিচ, নেতা মুক্ত একটি সমাজ হচ্ছে কমিউনিজম। কারণ, কমিউনিস্ট সমাজে সকলেই সম মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ। কিন্তু, যেখানে নেতা আছে, সেখানে অনুগামী, অনুসারী ও সমর্থক আছে। সমর্থক বা অনুসারীর তুলনায় নেতার গুরুত্ব ও মর্যাদা বেশী বলেই পরজীবীতার সমাজে নেতা থাকে, তবে পরজীবীদের স্বার্থে। কিন্তু, পরজীবীতা মুক্ত –কমিউনিস্ট সমাজে কেহই নয় বেশী বা কম গুরুত্বপূর্ণ বা কেউ কারো অপেক্ষা হীনতর বা অধিকতর মর্যাদাবানও নয়; অথবা, কেউ কারো অপেক্ষা লঘু বা গুরু নয় বা কেউ নয় গুরুজন,মহাজ্ঞানী বা মহামানব বরং সকলেই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্পন্ন বৈজ্ঞানিক মানুষ।

সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠায় মূল ব্যক্তি লেনিন, সেই সুবাদে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিরোধীরা তথা প্রথাগত বুর্জোয়ারাও লেনিনবাদীদের সাথে সমান তালে গলা মিলিয়ে বলে আসছে যে, লেনিন ছিলেন কমিউনিস্ট নেতা। কাজেই, দু'পক্ষের রাজনৈতিক রটনা ও প্রচারণায় দুনিয়া খ্যাত কমিউনিস্ট বটে লেনিন। অথচ, সোভিয়েত ইউনিয়ন (ইউ এস এস আর) ছিল একটি রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রী রাষ্ট্র। বস্তুত, ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিতন্ত্র সংরক্ষায় অমন একটি রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে, সেই পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে ভুয়াভাবে সমাজতান্ত্রিক বলে দাবী করে মূলত সমাজতন্ত্র বিষয়ে মিথ্যা ও অসত্য প্রচারণা চালিয়ে দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীকে বিভ্রান্ত করে কার্যত, কমিউনিস্ট আন্দোলনকে ধ্বংস ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার অপতৎপরতায় লিপ্ত ছিল লেনিন।

উল্লেখ করা আবশ্যক যে,

যেখানে পণ্য আছে, সেখানে পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন ব্যবস্থা বিদ্যমান। নিশ্চয়ই, সোভিয়েত ইউনিয়নে পণ্য ছিল;

যেখানে পুঁজি আছে, সেখানে পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন ব্যবস্থা বিদ্যমান। নিশ্চয়ই, সোভিয়েত ইউনিয়নে পুঁজি ছিল;

যেখানে কেনা-বেচা আছে, সেখানে পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন ব্যবস্থা বিদ্যমান। নিশ্চয়ই, সোভিয়েত ইউনিয়নে কেনা-বেচা ছিল;

যেখানে শ্রম শক্তির কেনা-বেচা আছে, সেখানে পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থা বিদ্যমান। নিশ্চয়ই সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্রম শক্তির কেনা-বেচা ছিল;

যেখানে মজুরি শ্রম আছে, সেখানে পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন ব্যবস্থা বিদ্যমান। নিশ্চয়ই, সোভিয়েত ইউনিয়নে মজুরি শ্রম ছিল;

যেখানে মজুরি শ্রম আছে, সেখানে শোষণ আছে, তাই সেখানে পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন ব্যবস্থা বিদ্যমান। নিশ্চয়ই, সোভিয়েত ইউনিয়নে শোষণ ছিল;

যেখানে শ্রম শক্তির ক্রেতা আছে, সেখানে পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন ব্যবস্থা বিদ্যমান। নিশ্চয়ই, সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্রম শক্তির ক্রেতা ছিল;

যেখানে শ্রম শক্তির ক্রেতা আছে, সেখানে শোষক আছে। নিশ্চয়ই সোভিয়েত ইউনিয়নে শোষক ছিল;

যেখানে শোষক আছে সেখানে শ্রম শক্তির বিক্রেতা- শোষিত আছে। নিশ্চয়ই সোভিয়েত ইউনিনে শোষিত ছিল;

যেখানে শোষক ও শোষিত আছে সেখানে শ্রেণী স্বার্থ, শ্রেণী শোষণ ও শ্রেণী শাসন আছে। নিশ্চয়ই সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্রেণী ছিল, তাই শ্রেণী শোষণ, শ্রেণী স্বার্থ ও শ্রেণী শাসন ছিল;

যেখানে শ্রেণী শাসন আছে, সেখানে শ্রেণী শাসনের হাতিয়ার রাষ্ট্র আছে। নিশ্চয়ই সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল একটি রাষ্ট্র ;

যেখানে রাষ্ট্র আছে সেখানে রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল আছে। নিশ্চয়ই সোভিয়েত ইউনিয়নে রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল ছিল; এবং

যেখানে রাষ্ট্র আছে, সেখানে শাসক অধিপতি শ্রেণীর শ্রেণী স্বার্থ রক্ষায় শোষিত শ্রেণীকে পীড়নের জন্য নানান রাষ্ট্রিক বাহিনী আছে, যারা হত্যা-খুন, নিপীড়ন ও নির্যাতন করে। অতঃপর, হত্যা-খুন সহ অনুরূপ দুস্কর্ম যেখানে আছে , সেখানে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিদ্যমান। নিশ্চয়ই, সোভিয়েত ইউনিয়নে লেনিনের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী, পরবর্তীতে যা কেজিবি হিসাবে পরিচিত তা সহ নানান বাহিনী ছিল। এবং বিনা বিচারে হত্যা করার নজিরও লেনিনের জামানায় কম ছিল না। এমনকি, পার্টি নেতারাও ঐ সকল বাহিনীর খুন-নির্যাতনের আওতার বাইরে ছিল না। জেলখানাও নিরাপদ ছিল না পার্টি নেতাদের

জন্যও। জার আমলের সেনাদের অন্তর্ভুক্তি সমেত অধিকতর বেতন-ভাতা সহ বেশী সুযোগ-সুবিধাভোগী বিশাল এক সেনাবাহিনীর মোট সদস্য সংখ্যা না হয় নাই উল্লেখ করা যাক।

সুতরাং, উপরোক্ত অবস্থা ও শর্তাদিতে অর্থাৎ পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন পদ্ধতি সহ সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল একটি রাষ্ট্র। তবে, উৎপাদন উপায়ের রাষ্ট্রিয় মালিকানা দ্বারা শ্রম বাজার নিয়ন্ত্রণ করা সহ ইহা ছিল একটি চরম স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের রাষ্ট্র।

এ বিষয়ে খোদ লেনিন বয়ান করেছেন যে, " রাশিয়ার বর্তমানে পেটি বুর্জোয়া পুঁজিবাদেরই প্রাধান্য, তা থেকে রাষ্ট্রীয় বৃহৎ পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র উভয়ে পৌঁছবার রাস্তাটা একই, ... হিসাব ও নিয়ন্ত্রণ। "-'বামপন্থী ছেলেমানুষি ও পেটি বুর্জোয়াপনা, ৫ই মে, ১৯১৮, প্রকাশিত-০৯-১০ ও ১১ই মে, ১৯১৮, ভ.ই. লেনিন, রচনা-সংকলন, চার ভাগে সম্পূর্ণ, তৃতীয় ভাগ, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, পৃষ্ঠা-১৩৪। একই নিবন্ধে লেনিন আরো লিখেন- " ' কেননা সমাজতন্ত্র আর কিছুই নয় রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী একচেটিয়া থেকে সমানের দিকে আশু পদক্ষেপ।" পৃষ্ঠা-১৩৫।

অথচ, রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রতো পুঁজিতন্ত্রই, এবং পুঁজিতন্ত্রের বিলোপনের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হবে সমাজতন্ত্র, যেখানে পুঁজি নাই, তাই পণ্য নাই, সুতরাং কেনা-বেচা নাই, অতঃপর শোষণ নাই, কাজেই, রাষ্ট্র নাই তাই সমাজতন্ত্র হচ্ছে রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল মুক্ত একটি মানবিক সমাজ।

ঐ একই নিবন্ধে লেনিন আরো লেখেন যে, " অথচ এইটে তারা বোঝেনি যে আমাদের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের বর্তমান অবস্থায় রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ হবে একটি **অগ্রপদক্ষেপ।** যদি মোটের উপর আধ-বছরের মধ্যে আমাদের এখানে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তাহলে সেটা হবে একটা প্রচন্ড সাফল্য এবং এক বছরের মধ্যে আমাদের দেশে যে সমাজতন্ত্র পাকা ও অপরাজেয় হয়ে উঠবে তার নিশ্চিত গ্যারান্টি।" পৃষ্ঠা-১২৭।

পরজীবী প্রভুরা বা স্বৈরশাসক কেউই যেমন পূর্বাপর সামঞ্জস্যপূর্ণ বক্তব্য-বিবৃতি প্রদান করে না, তেমন নিজেদের অসার বক্তব্যের অসারতা নিয়েও লজ্জাবোধ করে না। পরজীবিতার সংরক্ষক ও চরম স্বৈরাচারি লেনিনও তার ব্যতিক্রম নয়। তাইতো, অক্টোবর বিপ্লবের ৪র্থ বার্ষিকী উপলক্ষে, 'প্রভদা' ২৩৪ নং, ১৮ই অক্টোবর, ১৯২১ এবং ভ.ই. লেনিন, রচনা-সংকলন, চার ভাগে সম্পূর্ণ, চতুর্থভা, পৃষ্ঠা-২৪৫-২৪৬, তিনি লিখেন- " .. .. .. ক্ষুদে কৃষি দেশকে সমাজতন্ত্রে পৌঁছে দেয় রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের মধ্যে দিয়ে; তা ছাড়া আপনারা কমিউনিজমে পৌঁছবেন না, তা ছাড়া কোটি কোটি লোককে আপনারা কমিউনিজমে নিয়ে যেতে পারবে না।"

না, সমাজতন্ত্র বিজয় করা পরজীবীদের কর্ম নয়। কারণ, সমাজতন্ত্র হচ্ছে পরজীবীতা মুক্ত একটি সমাজ। সন্দেহ নাই,স্বীয় জন্ম শর্তে, ঐতিহাসিক দায়-দায়িত্বে ও স্বীয় মুক্তির নিমিত্তে একমাত্র এবং একাকী শ্রমিক শ্রেণী অর্জন করবে সমাজতন্ত্র। তাই, পুঁজিতন্ত্রী পরজীবীদের স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত লেনিনের লেনিনীয় সমাজতন্ত্র যেমন 'পাকা' হয়নি তেমন 'অপরাজেয়' হয়নি বলেই লেনিন-ষ্ট্যালিনের তদ্বিষয়ক ভবিষ্যতবাণীকে মিথ্যা প্রমাণ করে নিজেই বিলুপ্ত ও বহুধাভাগে বিভক্ত হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। লেনিনবাদতো মতবাদ, তাই মতবাদ

বিশেষের যা পরিণতি তা-ই হয়েছে ও হচ্ছে লেনিনবাদী রাষ্ট্র ও দলের। কিন্তু, সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান? অবশ্যই, প্রাসংগিক।

আরো উল্লেখ্য, সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৯১৮, ১৯২৪, ১৯৩৬ ও ১৯৭৭ সালের সংবিধান অনুযায়ী লেনিনের সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া তথা সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের একটি রাষ্ট্র।

শুধু রাষ্ট্রিয় পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রই নয়, বরং সোভিয়েতে ইউনিয়নে শোষণের হার ছিল যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা বেশী। শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধাও ছিল যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় কম। তাইতো, প্রতিষ্ঠার মাত্র ৩০ বছরের মধ্যে বিশ্ব ব্যাংক প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল দুনিয়ার ৩ নম্বর ধনী দেশ। যদিচ, ঐ ৩০ বছরের মধ্যেই ৭ বছরী গৃহযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিপুল প্রাণহানি সমেত ঐ সময়কালীন ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ নিতান্ত কম নয়। উল্লেখ্য, জার আমলের রাশিয়া ছিল ইউরোপের মধ্যে সর্বাধিক প্রতিক্রিয়াশীল ও গরীব রাষ্ট্র। এমনকি সৈন্য ভাড়া দিয়েও নির্বাহ হতো রাজকীয় বিলাসিতার ব্যয়। তবে, এটাতো জানা কথা যেখানে শোষণের হার যতো বেশী সেখানে পুঁজি পুঞ্জিভূবনের হারও ততো বেশী,যেমনটা হচ্ছে লেনিনবাদী নেতা মাওয়ের চীনে।

অতঃপর,সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতন্ত্র বিষয়ক গাল-গল্প হচ্ছে লেনিন ও লেনিনবাদী মোড়লদের বদ-মতলবজাত ও দুরভিসন্ধিমূলক বানোয়াটি রাজনৈতিক প্রচারণা। কাজেই, এই সকল গাল-গল্প হচ্ছে মিথ্যা, ভুয়া, সুতরাং কল্পকথা।

সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের নিরিখে, দুনিয়ার মজুরি দাসদের কর্তৃক একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিতন্ত্রী সমাজকে কমিউনিস্ট সমাজ দ্বারা প্রতিস্থাপনে সক্রিয় ব্যক্তি হচ্ছে কমিউনিস্ট।কিন্তু,বলশেভিক পার্টির মূল প্রতিষ্ঠাকারী লেনিন কখনো তদার্থে কমিউনিস্ট ছিলেন না।

লেনিনের পার্টি -বলশেভিক পার্টি কখনো দুনিয়ার সকলের জন্য ও সকলের দ্বারা উৎপাদন করার নিমিত্তে মজুরি দাসত্বের অবসান ঘটাতে একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য শ্রমিক শ্রেণীর একটি পার্টি ছিল না। বরং, বলশেভিক পার্টি তার জন্মগত ঘোষণামূলে মজুরি দাসদের শোষণ করে পুঁজিতান্ত্রিক স্বার্থে রাশিয়ায় পুঁজির আয়তন বৃদ্ধি করে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে উন্নততরকরণে কৃষক সহ প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিতন্ত্রী শ্রেণীর স্বার্থাধীন একটি পার্টি ছিল। অতঃপর, বলশেভিক পার্টির মতো অমন একটি প্রতিক্রিয়াশীল পার্টির ক্রিয়া-কর্ম দ্বারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যেমন সম্ভব নয়, তেমন বলশেভিক পার্টির ক্রিয়া-কর্মকে কমিউনিস্ট বিপ্লবী ক্রিয়াদি হিসাবে গণ্য ও বিবেচনা করার সুযোগ নাই।

অবশ্যই, মজুরি দাসত্বের অবসান বৈ কমিউনিজম আর কিছুই নয়। নিশ্চিত, দুনিয়ার শ্রম শক্তির ক্রেতা-বিক্রেতার বিরোধের শীর্ষবিন্দু বৈ কমিউনিস্ট বিপ্লব আর কিছু নয়। অতঃপর, কমিউনিস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে মজুরি দাসত্বের অবসান ঘটিয়ে দুনিয়ার শ্রম শক্তির ক্রেতা-বিক্রেতার বিরোধের সমাপ্তি সাধনের মাধ্যমে মুক্তি অর্জনের জন্য দুনিয়ার শ্রমিকদের ঐক্য হচ্ছে প্রথম শর্ত। তাই, স্থানীয় বা জাতীয় নয়,বরং কমিউনিস্ট বিপ্লব হচ্ছে একটি বৈশ্বিক

ঘটনা। সুতরাং, কোনো একক দেশে কমিউনিস্ট বিপ্লব সম্ভব নয়। উপরন্ত, শ্রমিক শ্রেণী ব্যতিত আর কারো কর্ম নয় কমিউনিস্ট বিপ্লব। সুতরাং, সামরিক ক্যুয়ের মাধ্যমে রাশিয়ার ক্ষমতা দখলে কথিত "অক্টোবর বিপ্লবের" বানোয়াটি কাহিনী কার্যত কমিউনিস্ট বিপ্লব সম্পর্কে ভ্রান্তি সৃষ্টির অপপ্রয়াশে সৃজিত ভয়ংকর অপব্যাখ্যা বৈ আর কিছুই নয়।

সন্দেহ নাই,একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থার প্রতিস্থাপন হচ্ছে কমিউনিজম। কিন্তু, স্থানীয় বা জাতীয় নয়, বরং পুঁজিতন্ত্র হচ্ছে একটি বৈশ্বিক ব্যবস্থা। তাই, বৈশ্বিক পুঁজিতন্ত্রের প্রতিস্থাপন এক দেশে সম্ভব নয়। সুতরাং, এক দেশে কমিউনিজম সম্ভব নয়। কাজেই, একা রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল না।

উপরন্ত, খুবই সংগত ও যথার্থভাবে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে বর্ণিত হয়েছে যে, "প্রলেতারিয়েতের মুক্তির প্রথম শর্তগুলোর একটি হচ্ছে কমপক্ষে নেতৃস্থানীয় সভ্যদেশগুলির সম্মিলিত ক্রিয়া।" কিন্তু, অমন গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বের গুরুত্বই দেননি বা তা আমলেই নেননি লেনিন। যদিও সে নিজেকে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট দাবী করতো। আসলে দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে প্রতারিত করার জন্য মার্কসের নাম ব্যবহার ও কমিউনিজমের এক ভুয়া আবরণ পরিধান করেছিল ছদ্মবেশী-বর্ণচোরা লেনিন।কারণ, মার্কস ছিলেন কমিউনিজমের বিজ্ঞানের আবিস্কারক এবং কমিউনিস্ট সমাজের বিজেতা- শ্রমিক শ্রেণীর নিকট ' সমাজতন্ত্র' শব্দটি কম-বেশ জানা ছিল। তাই, সমাজতন্ত্র এবং কমিউনিস্ট মার্কসের নাম ব্যবহার করে শ্রমিকদেরকে বিভ্রান্ত করার কৌশলটা আর সব জুচ্চোর-প্রতারক ও ভন্ডদের মতোই চতুর লেনিন চাতুর্যপূর্ণভাবে প্রয়োগ করেছিলেন।

একটি পূর্ব পরিকল্পিত সামরিক ক্যুদেতার মাধ্যমে কেরেনস্কি সরকারের ২৫ জন রক্ষীকে বন্দী ও ২ জনকে হত্যা করে লেনিন, ট্রটস্কি, ষ্ট্যালিন প্রমুখ তাদের রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠা করেছিল।

লক্ষ্যণীয়, মূল্য অতঃপর, উদ্বৃত্ত-মূল্য অর্থাৎ পুঁজি উৎপন্ন করা সামরিক বাহিনীর কাজ নয় বা পণ্য উৎপন্নে তথা মূল্য উৎপন্নকারী মজুরি দাস নয় সামরিক বাহিনী । বরং, শাসকদের সংকীর্ণ স্বার্থ রক্ষায় আদি মূলে ও জন্ম শর্তে সামরিক বাহিনী হচ্ছে শোষক শ্রেণীর হাতিয়ার। পুঁজিতন্ত্রেও সামরিক শক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে পুঁজিতান্ত্রিক স্বার্থে। অথচ, দুনিয়ার শ্রম শক্তির ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্ক হচ্ছে বৈরীতামূলক; এবং তা জন্ম সূত্রে । অতঃপর, এই বৈরী সম্পর্কের সমাধান হচ্ছে কমিউনিস্ট বিপ্লব। কাজেই, সামরিক বাহিনীর কাজ নয় কমিউনিস্ট বিপ্লব সাধন। একথা ঠিক যে, পুঁজিতন্ত্রী শ্রেণী মুক্ত নয় স্ব-শ্রেণীর আন্তঃবিরোধ, বৈরীতা ও শত্রুতা হতে। তাই, অনুরূপ বিরোধ-বৈরীতার সুযোগে দুনিয়ার বহু দেশেই সামরিক অভ্যুত্থানের বহু রেকর্ড আছে, কিন্তু সেসবই পুঁজিতান্ত্রিক স্বার্থে। শ্রমিক আন্দোলন দমন-পীড়নেও সামরিক বাহিনীর ব্যবহারের রেকর্ডও কম নয়। কথিত কমিউনিস্ট লেনিন মহোদয়ও তদার্থে প্রথাগত বুর্জোয়াদের কারো চেয়ে কম নয় বরং দু'কাঠি উপরে। এক্ষেত্রে ষ্ট্যালিন, মাও, কিমদের বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতা লেনিনের কেবল শিষ্য নয়, বরং ওস্তাদের যোগ্য দুস্কর্ম বটে। তবে,পরজীবীতামুক্ত কমিউনিস্ট সমাজে সেনাবাহিনীর অস্তিত্ব কেবল অপ্রয়োজনীয় নয়, বরং অকল্পনীয়।

বস্তুত, ১৯০৩ সাল হতে বিপুল মজুতের ভয়ানক ভার ও বিপদে আক্রান্ত ও ভারাক্রান্ত জার্মানীর ডাম্পিংল্যান্ড ছিল লেনিনের নবগঠিত রাষ্ট্র, উভয় দেশের তথাকথিত ব্রেষ্ট-লিটোভস্ক, মার্চ, ১৯১৮, শান্তি চুক্তি মূলে ।

উল্লেখ্য,প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ ছিল পুঁজিতন্ত্রী মন্দা অর্থাৎ মজুত। বিপুল মজুতের সমস্যা মোকাবেলা ও সমাধানে ১ম বিশ্বযুদ্ধ শুরু করতে জার্মানী ছিল আক্রমণকারী। অতঃপর, বর্ণিত 'ব্রেষ্ট-লিটোভস্ক', চুক্তিতে লাভবান হয়েছিল জার্মানী।

শ্রম শক্তির ক্রেতা হচ্ছে শোষক। অতঃপর, লেনিন তার রাষ্ট্রের মূখ্য নির্বাহী হিসাবে তার রাষ্ট্রের মজুরি দাসদের শ্রম শক্তি ক্রেতাদের গ্যাং লিডার ছিলেন। সুতরাং, লেনিন তার রাষ্ট্রের শোষকগণের ব্যবস্থাপকদের প্রধান ছিলেন।অতঃপর, লেনিন তার নিজের ১৯১৮ সালের সংবিধানকে অগ্রাহ্য করে শোষণের ফল- পুঁজির ব্যক্তিগতায়নের মাধ্যমে ব্যক্তিখাতের আনুকুল্য এবং ব্যক্তিখাতে পুঁজির পুঞ্জিভবনে নয়া অর্থনৈতিক নীতি (NEP) প্রবর্তন করেন। প্রকৃতার্থে, লেনিন নিজেই ছিল তার নিজের সংবিধান ভংগ, লংঘন ও অমান্যকারী, এবং একজন স্বৈরাচারীর নিকট এটা খুবই স্বাভাবিক বিষয়। কাজেই, স্বীয় সংবিধান ভংগ ও অমান্যকারী লেনিন ছিল এক ভন্ড, প্রবঞ্চক, প্রতারক এবং চরম কর্তৃত্বপূর্ণ ডিক্টেটর।

লেনিন তার জীবৎদশায় শ্রম বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে বিশেষত শ্রমিক আন্দোলনের সময়ে বহু মজুরি দাসকে গুলি করে হত্যা করেছে। অবশ্য,অবাধ্য মজুরি শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ ও দমন-পীড়নে প্রতিটি বুর্জোয়া রাষ্ট্রের নির্বাহীরা কম-বেশ অনুরূপ দুস্কর্ম সাধন করে থাকে।

সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র প্রমাণ করে যে, মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্র অপেক্ষা লেনিনের রাষ্ট্রে শোষণের মাত্রা ছিল বেশী। এমনকি, শনিবার দিনটিকে " মহান কমিউনিস্ট শনিবার" ঘোষণা করে ঐ দিনের জন্য শ্রমিকদেরকে মজুরি পরিশোধ করতো না লেনিন। উপরন্ত, তার রাষ্ট্রের শ্রমিকদেরকে নানান অজুহাতে ওভারটাইমের জন্য বাধ্য করা হলেও অপরাপর বুর্জোয়া রাষ্ট্রের তদার্থে আইনী বাধ্যবাদকতা অনুসরণ করাতো নয়ই বরং ওভারটাইমের মজুরি প্রদান না করে তা আত্মসাৎ করা হতো লেনিনের রাষ্ট্রে। এতদ্বিষয়ে লেনিন নিজেই লিখেন যে, " আমাদের উদ্দেশ্য হল উৎপাদনী শ্রমের আট ঘন্টা ' শিক্ষার' পর প্রতিটি বিনা বেতনে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করবে: .. ... । " সোভিয়েত রাজের আশু কর্তব্য, ভ.ই. লেনিন রচনা-সংকলন, চার ভাগে সম্পূর্ণ, তৃতীয় ভাগ, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, পৃষ্ঠা-১১২। অথচ, মার্কস প্রমাণ করেছেন যে, মজুরির বিনিময়ে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মজুরের শ্রম শক্তি ক্রয় করে শ্রম শক্তির ক্রেতা। কিন্তু, মজুর মজুরির সমপরিমান মূল্য করে ঐ নিদিষ্ট সময়ের চেয়ে কম সময়ে। কিন্তু, নির্দিষ্ট সময়ের অবশিষ্ট সময়েও মজুর উৎপন্ন করে মূল্য। অতঃপর, অবশিষ্ট বা উদ্বৃত্ত-সময়ে মজুরের উৎপন্ন মূল্য অর্থাৎ মজুরির সম পরিমান মূল্য উৎপন্ন করার পরবর্তী বা অবশিষ্ট সময়ে মজুরের উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্য যা হাসিল করে শ্রম শক্তির ক্রেতা তা হচ্ছে পুঁজি। কাজেই, অপরিশোধিত শ্রম হচ্ছে পুঁজি। সুতরাং, বিনা মজুরিতে নয়, বরং মজুরি পরিশোধ করার মাধ্যমেই পুঁজিপতি শ্রেণী তাদের পুজি রক্ষা ও পুঞ্জিভূত করার মাধ্যমে শোষণ করে মজুরকে। অতঃপর, যে ক্রেতা যতটা বেশী উদ্বৃত্ত সময় শ্রমিক হতে হাসিল করতে পারে, ততটা বেশী পরিমানে সে পুঁজি কামাই করতে পারে। অর্থাৎ উদ্বৃত্ত সময়ের পরিমান

যতোবেশী ততোবেশী শোষিত হয় শ্রমিক। উপরন্ত, লেনিনের ক্ষমতা দখলের আগেই দৈনিক ৮ ঘন্টা শ্রম দিবস চালু হয়েছে অনেক দেশেই। এবং ওভার টাইমের মজুরি দ্বিগুণ। অথচ, লেনিনের রাষ্ট্রে লেনিনের নিদানমতে দৈনিক ৮ ঘন্টা মজুর খাটার পর একদম শূন্য মজুরিতে মজুর খাটতে হয়েছিল লেনিনের স্বৈরতন্ত্রের পিঞ্জরে আবদ্ধ মজুরদের। অতঃপর, লেনিন কেবল শ্রমিক শোষণের পক্ষেই নয়, বরং বিনা মজুরিতে ওভার টাইমের পুরো শ্রম নিষ্ঠুরভাবে শোষণের বিহীতাদিতে অনুরূপ ফতোয়া জারী করেছিলেন এবং তার ঘোষিত উদ্দেশ্য মতো ভয়ংকরভাবে শোষিত হয়েছিল লেনিনের সমাজতন্ত্রের শ্রমিকেরা। আহ কি ভয়ানক কমিউনিস্ট বটে লেনিন!

অতঃপর,অনুরূপ শোষণের ক্ষেত্রে প্রথাগত বুর্জোয়া রাষ্ট্র যে গুলোতে আইনানুগ মজুরি পরিশোধ না করে শোষণ করাটা বেআইনী সেসব রাষ্ট্রের নির্বাহীদের সাথেও তুলনার অযোগ্য বটে প্রতারক-প্রবঞ্চক, ভন্ড ও মিথ্যাবাদী লেনিন। তাইতো, অতিরিক্ত হারে শোষণের মতবাদ হচ্ছে লেনিনবাদ।

দাসরা নিজের জন্য নয়, কাজ করবে তাদের প্রভুর জন্য, তদানুযায়ী দাসেরা খাবেন ও খেয়ে বেঁচে থাকবেন নিজের জন্য নয়, বরং তাদের প্রভুদের জন্য। তাই, যে দাস কাজ করবে না সে খেতে পারবে না, অর্থাৎ না খেয়ে মৃত্যুবরণ করাই নিয়তি ও পরিণতি বটে কাজ না করা দাসদের । কিন্তু, সমাজতন্ত্র হচ্ছে অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক সমাজ, যেখানে সকল সক্ষম ব্যক্তি স্বেচ্ছায় স্ব-স্ব দায়-দায়িত্ব পালন করবেই কেবল নয়, বরং এটি অত্যান্ত সমৃদ্ধশীল ও প্রাচুর্য্যময় সমাজ, উপরন্ত খাদ্যাভাস পরিবর্তন ও খাদ্যের ধরণ ও উপকরণও ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন ও উন্নততর থেকে উন্নততর হবে। তাই, ষ্টোমাকের চাহিদা পূরণে খুব একটা সময় ব্যয়িত হওয়ার কোনো কারণ নাই সমাজতন্ত্রে।

অথচ, লেনিন তার সংবিধানের ১৮ নং সেকশনে তার রাষ্ট্রের মটো হিসাবে উল্লেখ করেন- " .. .. .. , and proclaims as its motto : ' He shall not eat who does not work." অর্থাৎ লেনিনের উদ্দেশ্যমতো কাজ না করলে না খেয়ে মরতে হবে লেনিনের রাষ্ট্রের মজুরি দাসদের, অথবা, বেঁচে থাকতে হবে কেবলই লেনিনের রাষ্ট্রের মজুরী দাস হিসাবে কাজ করার জন্য, অর্থাৎ স্বাধীনতাবোধ সম্পন্ন সজীব জীবন বা স্বাধীনতা নয় বা নয় মুক্ত মানুষ হিসাবে বাঁচা বরং কেবল ষ্টোমাক সর্বস্ব প্রাণী হিসাবে বেঁচে থাকবে প্রভু লেনিনের কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্নে।

অথচ, কমিউনিস্ট ইশতেহারে বর্ণিত এই: " সমাজের উৎপন্ন ভোগ-দখলের ক্ষমতা থেকে কোনো মানুষকে কমিউনিজম বঞ্চিত করে না; অনুরূপ দখলের মাধ্যমে অন্যের শ্রম অধীনস্ত করার ক্ষমতা হতে তাকে সর্বতোভাবে ইহা বঞ্চিত করে।"

অতঃপর, লেনিন কমিউনিস্ট হলে কমিউনিস্ট ইশতেহারের বক্তব্য ভুল, কিন্তু লেনিন ও লেনিনবাদী মোড়লরা এখনো তেমনটা দাবী করেনি। তবে, সন্দেহ নাই, কমিউনিস্ট ইশতেহারের বর্ণিত বক্তব্য নয়, বরং লেনিনের রাষ্ট্রের মটো কেবল ভুলই নয় বরং দাসপ্রভুদের দৃষ্টির প্রতিফলন মাত্র। কাজেই, এহেন দাস প্রভুর মনোভাবপন্ন লেনিন কমিউনিস্ট নয়।

এটি নিশ্চিত যে,পুনঃপুন মন্দার পরিণতি হচ্ছে কমিউনিজম। কিন্তু, পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে ১৮১৫ সাল হতে পুনঃপুন চলে আসা অনিরাময়যোগ্য মন্দার দুর্ভোগ ও মন্দ ফলাফলের ভয়ানক সংকট ও সমস্যার সমাধান করতে পারেনি ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিতন্ত্র।তাইতো,১৯০২ সাল হতে শুরু ভয়ানক মন্দার আপাত সমাপ্তি ঘটেছে প্রথম মহাযুদ্ধ দ্বারা। অতঃপর, মন্দার কবল হতে রেহাই পেতে কেবল যুদ্ধ বা বিশ্ব যুদ্ধ নয়,বরং রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের নিকট আশ্রয় নিয়েছিল ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিতন্ত্র।

সন্দেহাতীতভাবে, লেনিনের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের রাষ্ট্রটি কার্যত ছিল ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিতন্ত্রের আশ্রয় স্থল। তাই, অনুরূপ রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী হিসাবে সমাজতন্ত্রের মুখোশধারী লেনিন ছিলেন পুঁজিতন্ত্রের সেবক। তবে, তার রাষ্ট্রটিকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করে একদিকে যেমন সমাজতন্ত্র সম্পর্কে বিভ্রম-বিভ্রান্তি ও বিকৃতি সাধন করেছেন তেমন অমন বিকৃতির দ্বারা সুকৌশলে সেবা করেছেন পুঁজিতন্ত্রের। সুতরাং, লেনিন ছিলেন এক ভয়ানক চালাক-চতুর প্রতারক ও প্রবঞ্চক। কিন্তু কমিউনিস্টরা হচ্ছে সকল ধরণের প্রতারণার উৎস ব্যক্তিমালিকানার বিরুদ্ধে, তাই কমিউনিস্টরা প্রতারণার বিরুদ্ধে।কিন্তু,লেনিন? কেবল প্রতারক বা প্রবঞ্চক নয়, বরং নিষ্ঠুর শোষক, তাই মিথ্যাবাদী-ভন্ড । কাজেই, লেনিন কমিউনিস্ট নয়।

ক্ষমতা দখলের দিন হতে মৃত্যুদিন পর্যন্ত লেনিন তার রাষ্ট্রের মুখ্য নির্বাহী ছিলেন। কিন্তু, লেনিনের অধিকৃত পদটি তার রাষ্ট্র গঠনের জন্য তার নিজের ১৯১৮ সালের সংবিধানে বর্ণিত হয়নি। অথবা লেনিনের ক্ষমতার উৎস, বা তার দখলীকৃত পদানুযায়ী তার এখতিয়ার, কার্যাবলী, নিয়োগ-অপসারণ ইত্যকার বিষয়াদি বর্ণিত হয়নি ঐ সংবিধানে। কিন্তু, যুক্তরাষ্ট্র সহ প্রায় সকল প্রথাগত বুর্জোয়া রাষ্ট্রেরই প্রধান নির্বাহীর ক্ষমতা-এখতিয়ার,কার্যাবলী, নিয়োগ ও অপসারণ ইত্যকার বিষয়াদি তাদের সংবিধানে বিবৃত আছে। এমনকি, স্ব-ঘোষিত সুপ্রিম ডিক্টেটর- রাশিয়ার জারের ১৯০৬ সালের সংবিধানেও কিন্তু তার ক্ষমতার উৎস ও কার্যক্রম এবং এখতিয়ার বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর, লেনিন ও জার, তাদের দু'জনের নিজ নিজ সংবিধানমূলে দু'জনই স্বৈর শাসক বটে। কিন্তু, জার অপেক্ষা লেনিন অধিকতর স্বৈরাচারী। তবে, স্বীয় স্বৈরাচারী কর্তৃত্ব জায়েজ করতে লেনিন লিখেন- " বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে ব্যক্তি বিশেষের একনায়কত্ব অতি প্রায়শই বিপ্লবী শ্রেণীগুলির একনায়কত্বের অভিব্যক্তি, বাহক ও সারার্থ হয়েছে, তা ইতিহাসের অকাট্য অভিজ্ঞতায় দেখা যায়।" - সোভিয়েত রাজের আশু কর্তব্য, ভ.ই. লেনিন, রচনা-সংকলন, চার ভাগে সম্পূর্ণ, তৃতীয়ভাগ,প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, পৃষ্ঠা-১০৬।তবে কি লেনিনের আগেও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যার থেকে অনুরূপ অভিজ্ঞতা লেনিন মহোদয় হাসিল করলেন? তাহলেতো, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকারী হিসাবে জনাব লেনিনের স্থান প্রথম নয়।

তবে, লেনিন কথিত একনায়কত্বতো নয়ই, এমনকি অতীত অভিজ্ঞতাও নয়, বরং কমিউনিজম সম্পর্কে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে বর্ণিত এই যে, " পাশাপাশি, চিরন্তন সত্য, যেমন মুক্তি, ন্যায়পরায়নতা, ইত্যাদি সমাজের সকল অবস্থাতে সাধারণ বিষয়। কিন্তু, এদেরকে একটা নয়া ভিত্তিতে গঠন করার পরিবর্তে কমিউনিজম বিলোপ করে চিরন্তন সত্য, ইহা বিলোপ করে সকল ধর্ম এবং সকল নৈতিকতা; সুতরাং অতীতের সকল ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার বিরোধীতা

করে ইহা ক্রিয়া করে।" –ইনফরমেশন সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স ফ্রিডম কর্তৃক , সেপ্টেম্বর, ২০১২ সালে প্রকাশিত। তবে সন্দেহ নাই, সকল প্রকার স্বৈরতন্ত্র মুক্ত সমাজ হচ্ছে কমিউনিজম। তাই, কমিউনিস্টরা স্বৈরাচার বিরোধী। সুতরাং, জার অপেক্ষা ভয়ংকর স্বৈরাচারী লেনিন কমিউনিস্ট নয়।

তিনি লেনিন যিনি তার রাষ্ট্রের মজুরি দাসদের মন্দ বা খারাপ শ্রমিক হিসাবে অপবাদ দিয়েছিলেন। খুবই বর্বর ও নিষ্ঠুর শোষক ছাড়া আর কেউ শ্রমিকদের সম্পর্কে অমন অসভ্য কথা বলতে পারে না। লেনিনবাদী ট্রটস্কি, ষ্ট্যালিন এরা কেউই এমন বর্বরবোধ হতে মুক্ত ছিল না বলেই সোভিয়েত ইউনিয়নের মজুরি দাসদেরকে নির্মম–নিষ্ঠুরভাবে শোষণ–পীড়ন করে সোভিয়েত ইউনিয়ন দুনিয়ার ৩ নম্বর ধনী দেশে পরিণত হয়েছিল বিশ্ব ব্যাংক প্রতিষ্ঠার বছরে। মজুরি শ্রমিকের শ্রম শোষণ বৈ পুঁজি উৎপন্ন করার আর কোনো পন্থা নাই। অতঃপর, ভুয়া কমিউনিস্ট লেনিন ও তার শিষ্য ট্রটস্কি, ষ্ট্যালিন বা মাওদের রাষ্ট্রের পুঁজির পরিসর বাড়ার গোপন রহস্য কিন্তু অধিকতর হারে শোষণ এবং শোষণ।কাজেই, প্রথাগত বুর্জোয়া রাষ্ট্রের শ্রমিকদের অপেক্ষা লেনিনবাদী রাষ্ট্রগুলোর শ্রমিকরা অধিকতর হারে শোষিত।

অথচ,কমিউনিস্ট সমাজ হচ্ছে শোষণ মুক্ত। কাজেই, সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠাকারী লেনিন কমিউনিস্ট নয় এবং তদানুযায়ী লেনিনবাদী ট্রটস্কি, ষ্ট্যালিন, মাও, কিম,হোচিমিন প্রমুখ ব্যক্তিগণ পুঁজিতন্ত্রের মুখোশধারী গোলাম বৈ কমিউনিস্ট নয়। সুতরাং লেনিন বা লেনিনবাদীরা কমিউনিস্ট নয়।

কোনো প্রকার আইনানুগ কর্তৃত্ব ব্যতিত লেনিন তার সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত সংবিধান সভার নির্বাচনে নির্বাচিত সংবিধান সভাকে বিলুপ্ত করেছিলেন। যদিচ, সংবিধান সভার নির্বাচন ছিল বলশেভিক পার্টির জন্মকালীন প্রতিশ্রুতি। অতঃপর, অনুরূপ প্রতিশ্রুতি ভংগ করে লেনিন এমনকি বলশেভিক পার্টির সহিতও বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। বস্তুত লেনিনের অধীনে অনুষ্ঠিত সংবিধান সভার নির্বাচনে লেনিনের সরকারকে প্রত্যাখান করেছিল রাশিয়ার ভোটারগণ। অতঃপর, বলশেভিক পার্টির বহুল প্রতিশ্রুত জনগণের সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র নয়,বরং লেনিনের একচ্ছত্র একাধিপত্যের চরম স্বৈরতান্ত্রিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য রাশিয়ার ভোটারদের শাস্তি দিয়ে সংবিধান সভাটি বিলুপ্ত করেছিলেন লেনিন। তাতে, বলশেভিক পার্টির জন্মকালীন প্রতিশ্রুতি– গণতন্ত্র নয়, বরং লেনিনের চরম কর্তৃত্বের স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রাশিয়ায়। উপরন্ত,ক্ষমতা দখলকালীন দিনে লেনিনের লিখিত এবং ট্রটস্কির সভাপতিত্বে লেনিন কর্তৃক ঘোষিত তথাকথিত শান্তি ডিক্রির প্রতিশ্রুত শান্তির ললিতবানী কেবল মিথ্যাই প্রতিপন্ন হয়নি, বরং, সংবিধান সভার বিলুপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত রাশিয়াকে মোকাবেলা করতে হয়েছিল এক ভয়ংকর গৃহযুদ্ধ, যাতে ১৯২০ সালের ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ সহ কমপক্ষে ৭ মিলিয়ন মানুষ নিহত হয়েছিল।

বুর্জোয়া দল বিশেষ নাম পাল্টালেই কমিউনিস্ট পার্টি হয় না। অথচ,মজুরি দাসদের প্রতারিত ও বিভ্রান্তিকরণের মাধ্যমে ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিতন্ত্রের সেবা করতে মিঃলেনিন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করায়াত্ব করার পর " কমিউনিস্ট পার্টি" হিসাবে তার বলশেভিক পার্টির পুনঃ নামকরণ করেছিলেন। কিউবার ফিদেলরা অনুরূপ লেনিনীয় কৌশল অবলম্ভন করেছিল।ভন্ডামি আর

কাকে বলে। অথচ,ভন্ডামির সমাপ্তি হচ্ছে কমিউনিজম।তাই, কমিউনিস্টরা ভন্ড নয়। কিন্তু,লেনিন ভন্ড। সুতরাং, লেনিন কমিউনিস্ট নয়।

বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সংস্কার নয়, বরং রাষ্ট্র ও রাজনীতিকে বিলীন ও বিলুপ্ত করার জন্যই কমিউনিস্ট পার্টি। কারণ, মজুরি দাসত্বের সমাপ্তির জন্য পণ্য উৎপাদনের সমাপ্তি করে শ্রেণী ও শ্রেণী শাসন বিলুপ্তিতে রাষ্ট্র ও রাজনীতির তিরোধানে একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে ঐক্যবদ্ধকরণে কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর একটি পার্টি, যা নিজেও বিলুপ্ত হয়ে স্বীয় লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সাধনের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করবে। কিন্তু, জন্মগত ঘোষণামূলে বলশেভিক পার্টি ছিল রাষ্ট্রকে সংস্কারের একটি মাল্টি-ক্লাস পার্টি।কাজেই,কমিউনিজমের উদ্দেশ্যে বলশেভিক পার্টি গঠিত হয়নি।সুতরাং, বলশেভিক পার্টিকে ভিত্তি গণ্যে গঠিত লেনিননবাদী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি নয়। উপরন্ত, কমিউনিস্ট পার্টি কোনো মাল্টি-ক্লাস পার্টির রূপান্তর নয়, বরং কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি হিসাবে গঠিত হয় কমিউনিজমের জন্য একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের নিমিত্তে। সুতরাং, প্রতারণা ও ভন্ডামি বৈ বলশেভিক পার্টির কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে নামাকরণ আর কিছুই নয়।

একদিকে দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে দেশ-জাতিতে ভাগ বিভক্ত করা,অন্যদিকে লেনিনদের দখলীকৃত রাশিয়ার রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতি রাশিয়ার বাহিরের শ্রমিকদের সমর্থন আদায়ে রাষ্ট্রিয় পুঁজিতন্ত্র ও তথাকথিত ' জাতি সমূহের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকার' এর রাজনীতি সমেত কথিত ৩য় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন লেনিন, আর খসড়া ঘোষণাপত্র লিখেছিল নব্য লেনিনবাদী তবে রুশ ক্ষমতা দখলে ২য় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ট্রটস্কি। অথচ,শ্রমিকের কোনো জাতি বা দেশ নাই, তবে তাদের শৃংখল হারিয়ে জয় করার জন্য তাদের আছে একটি পৃথিবী। তাই, পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থাকে বিনাশ করে সকলের জন্য একটি মুক্ত বিশ্ব তথা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গঠিত হয়েছিল কমিউনিস্ট লীগ ও প্রথম আন্তর্জাতিক। অতঃপর, যেন মনে হয় যে প্রথম আন্তর্জাতিকের ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে লেনিনদের ৩য় আন্তর্জাতিক এবং তেমনটা প্রতিপন্নে কার্যত লেনিনবাদের বর্ণিত নোংরা আবর্জনার রাজনীতি কার্যকরীকরণে তথাকথিত ৩য় আন্তর্জাতিকের মাধ্যমে দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে বিভ্রান্ত ও বিভক্ত করতে সাময়িকভাবে হলেও সফল হয়েছিল লেনিন ও লেনিনের শিষ্যরা।

দেশ, জাত-জাতি, গোত্র, ধর্ম, বর্ণ, সেক্স, ইত্যকার ভিত্তিতে প্রণীত যেকোনো নীতি যেমন মানুষে মানুষে বৈষম্য -বিবাদ ও বিভক্তিতে কার্যকর তেমন তা দুনিয়ার শ্রমিকদেরকেও নানান ভাগে বিভক্ত ও বিভাজনে কার্যকরী। অথচ, শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য তথা বৈশ্বিক ঐক্য হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির বিকল্পহীন শর্ত। তাই, অনুরূপ যেকোনো নীতি শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের জন্য খুবই ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক ।

অতঃপর, কমিউনিজমের বিজ্ঞানের দূষণ - রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্র ও তথাকথিত ' জাতি সমূহের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকার' এর রাজনীতির-লেনিননবাদ কার্যতই শ্রমিকদের মধ্যে সমাজতন্ত্র বিষয়ে অলীক মোহ সৃষ্টি করে বিভ্রান্তকরণের মাধ্যমে দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে দেশ-জাতির গন্ডিতে বন্দী ও বিভক্তকরণে কার্যকর এক বিষাক্ত অস্ত্র। তাই, দুনিয়ার শ্রমিকদের জন্য বিষাক্ত লেনিনবাদ হচ্ছে ভয়ানক ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক। সন্দেহাতীতভাবে, দুনিয়ার শ্রমিকদের স্বার্থের বিপক্ষে ছিল তথাকথিত ৩য় আন্তর্জাতিক ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। কাজেই, এটা

প্রমাণিত সত্য যে, মুখোশধারী লেনিন ছিল দুনিয়ার শ্রমিকদের দুশমন। অথচ, শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ ব্যতিরেকে কমিউনিস্টদের আর কোনো স্বার্থ নাই। সুতরাং, লেনিন কমিউনিস্ট নয়।

লেনিন ও লেনিনের শিষ্যরা কেবল মার্কসের নামই ব্যবহার করেনি, বরং লেনিনবাদীরা দুনিয়ার শ্রমিকদের মধ্যে একটি ভুল ধারণা ও ভুয়া মত প্রচার করছে যে, লেনিন তথাকথিত ‘মার্কসবাদ’কে লেনিনবাদে উন্নীত করেছেন বিধায় লেনিন ছিলেন একজন ‘মহান মার্কসবাদী’। অসৎ উদ্দেশ্যে লেনিনবাদের ভুয়ামিপূর্ণ এমন রাজনৈতিক প্রচারণার রটনা রটিয়েছেন লেনিনবাদী মোড়ল – ষ্ট্যালিন, ট্রট্রস্কি, মাও , হোচি, কিম, হোক্সা, চে, ফিদেল গং।

পণ্যের অপরিশোধিত অংশ বা অপরিশোধিত শ্রম হচ্ছে পুঁজি, এবং তা মার্কসের ধারণা বা কল্পনা নয়, বরং এটিই পুঁজির গোপন রহস্য যা আবিস্কার করেছেন- মার্কস। অথবা, গ্রেট লিডার বা গ্রেট টিচার নয়, বরং উৎপাদন সম্পর্কের সহিত উৎপাদন উপকরণের বিরোধের ফলশ্রুতি হচ্ছে পুরনো সমাজের বিলুপ্তি ও নতুন সমাজের পত্তন, সমাজ পরিবর্তনের এই কোর্ডও আবিস্কার করেছেন মার্কস। সৃষ্টির কোড হচ্ছে বিজ্ঞান। মতাদর্শ আর কোর্ড সমার্থকতো নয়ই বরং বিপরীত।

নিশ্চিতভাবে নিশ্চিত যে, ‘মার্কসবাদ’ নয়, বরং পুঁজি ও সমাজ পরিবর্তনের কোড তথা ‘কমিউনিজমের বিজ্ঞান’ আবিস্কার করেছিলেন মার্কস। অতঃপর, প্রভু বা লর্ড বা বস বা মতাদর্শিক বা মার্কসবাদী নয়, বরং মার্কস ছিলেন একজন বিজ্ঞানী। বিশ্ব সংস্কারক বা গুরু নয়, মার্কস ছিলেন একজন কমিউনিস্ট। কমিউনিস্ট সমাজে সকলেই সম মর্যাদাপূর্ণ মুক্ত-স্বাধীন মানুষ, তাই, কমিউনিজমে কোনো প্রভু বা লর্ড বা বস বা গুরু নাই। অথবা গুরুগীরির মতবাদ বা মতাদর্শ নয়, বরং ব্যক্তিমালিকানা হতে উদ্ভূত সকল প্রকার মতবাদ, মতাদর্শ , রীতি-নীতি, সংস্কৃতি ইত্যকার সকল জঞ্জালের সমাপ্তি সাপেক্ষ কমিউনিজম হচ্ছে বৈজ্ঞানিক মানুষদের বৈজ্ঞানিক সমাজ।

এটি সুবিদিত যে, ব্যক্তি মালিকানার অবসান হচ্ছে কমিউনিজম। কাজেই, একজন কমিউনিস্ট হিসাবে মার্কস ছিলেন সকল ধরণের উত্তরাধিকার সহ ব্যক্তিমালিকানার বিরোধী। সুতরাং, মার্কসের আবিস্কৃত ‘কমিউনিজমের বিজ্ঞানের’ মালিক মার্কস নয়, বরং দুনিয়ার সকল মানুষ।

অতঃপর, “ মার্কসবাদ”-এই বিশেষ টার্মটি কেবলমাত্র অবৈজ্ঞানিকই নয় বরং ক্ষতিকর এবং ‘কমিউনিস্ট’ মার্কসের কেবল অবমূল্যায়নের নামান্তরই নয়, বরং তাকে ভিন্ন ও বিকৃতভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে বিজ্ঞানী মার্কসের নির্বাসনের এক ঘৃণ্য কৌশল । তাইতো, মার্কসকে আদি গুরু সাজিয়ে লেনিনকে গুরু মার্কসের প্রধান মুরিদ বানিয়ে লেনিনের বিষাক্ত মতবাদকে ‘মার্কসবাদ-লেনিনবাদের’ মোড়কে বাজারজাতকরণে মার্কস-এ্যাংগেলসের রচনাবলীকে দূষিতকরণে কম অপচেষ্টা করেনি লেনিনবাদী মোড়ল তথা শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষতিসাধনকারী অপরাধী চক্র।

অতঃপর, লেনিনের প্রতি অন্ধ ও লেনিনবাদী মোড়লদের লেনিনবাদ বিষয়ক দাবী কেবলমাত্র মিথ্যা-বাজে ও ভুয়াই নয়, বরং দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে প্রতারিত করার এক জঘন্য ও ভয়ানক অপপ্রয়াশ। কাজেই, লেনিনবাদ হচ্ছে শ্রমিকদের জন্য এক বিষাক্ত জঞ্জাল তথা

সুইসাইডাল বিষ বিশেষ। সুতরাং, লেনিনবাদের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে লেনিন ছিলেন সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান ও মার্কস বিষয়ে একজন মিথ্যাবাদী, প্রতারক, ভন্ড ও বিশ্বাসঘাতক।

উল্লেখ্য, লেনিন নিজেকে মার্কসবাদী দাবী করেছেন। মার্কসের আবিস্কৃত সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের বিকৃতি সাধন করে বহু লেখালেখি করেছেন, বলশেভিক পার্টির রাজনীতি বাস্তবায়ন করে ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিতন্ত্র সংরক্ষায়। কিন্তু, লেনিন কখনো দাবী করেননি যে, তিনি লেনিনবাদের স্রষ্টা। তবে, লেনিনবাদী মোড়ল ষ্ট্যালিন লেনিনবাদের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে লেনিনকে কেবল আখ্যায়িতই করেননি, বরং লেনিনবাদের ব্যাখ্যাও দিয়েছিলেন। ট্রটস্কিও অনুরূপ দাবী কখনো নাখোচ করেনি। তবে, ট্রটস্কির মতে ষ্ট্যালিন লেনিনবাদী নয়।

উত্তরাধিকারের সকল প্রকার অধিকার সহ ব্যক্তিমালিকানার বিলুপ্তি হচ্ছে সমাজতন্ত্র। অতঃপর, ক্ষয়িষ্ণু ব্যক্তি মালিকানার পুনর্জীবন দান কেবলমাত্র কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিরোধীতা করাই নয়, বরং, ইতিহাসের চাকাকে পিছনে ঘুরানোর এক ভয়ংকর অপচেষ্টা। অথচ, লেনিন তার ১৯১৭ সালে ভূমি ডিক্রি দ্বারা সেই কাজটিই করেছেন। লেনিনবাদীরাও ভূমি সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নে ভূমিহীনদেরকে ভূমির সাথে বন্দী করার আঞ্জাম করে আসছে। যদিচ, গ্রামীন ভূমিহীনরাই আধুনিক শিল্পের সাম্ভাব্য শ্রমিক বা গ্রামীণ শ্রমিক হিসাবে তাদের শ্রম শক্তির ক্রেতা কর্তৃক শোষিত হয়। অতঃপর, যুক্তিসংগত কারণেই ব্যক্তিমালিকানা বিলোপনের কমিউনিস্ট আন্দোলনে ও কমিউনিস্ট বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণী একমাত্র যোগ্য ও উপযুক্ত বিধায় গ্রামীন মজুরেরা শিল্প শ্রমিকের সহযাত্রী হেতু তারাও কমিউনিস্ট বিপ্লবী। অথচ লেনিনীয় নীতি কার্যকরণের ফলশ্রুতিতে যতকিঞ্চিত ভূমির মালিক হয়ে একদা ভূমিহীন গ্রামীণ মজুর প্রাণপনে চেষ্টা করে স্বীয় ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমান বাড়াতে। ফলে, শ্রেণীগত শর্তে একজন কমিউনিস্ট বিপ্লবী লেনিনবাদী ভূমি নীতিতে প্রতারিত হয়ে রূপান্তরিত হয় পুঁজিতন্ত্রের ক্ষুদে সংরক্ষকে। আর এমন জঘন্য ক্রিয়াটি সাধনে লেনিনবাদ এক কার্যকরী মতবাদ। কাজেই, পুঁজিতন্ত্রকে দূরীভূত নয়, বরং, লেনিনীয় ভূমি সংস্কারের নীতির মাধ্যমে পুঁজিতন্ত্রকে সংরক্ষায় পুঁজিতন্ত্রের নতুন নতুন এবং ক্ষুদে ক্ষুদে সৈনিকের জন্ম দিচ্ছে লেনিনবাদ। সুতরাং, লেনিনবাদ হচ্ছে ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিতন্ত্রের ক্ষুদে সেনা তৈরীর মতবাদ।

তবে, লেনিন তার ভূমি নীতিতে বৈষম্য তৈরী করেছিলেন নারী ও পুরুষে, এবং লাজ লজ্জাহীনভাবে শিশুদেরকে কৃষি কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। রুশ রাষ্ট্রের ক্ষমতা করায়াত্তকরণের দিনে লেনিনের ঘোষিত ভূমি ডিক্রি, তদার্থে উপযুক্ত প্রামাণ্যপত্র।

উল্লেখ্য, উৎপাদনের উপায় বলেই ভূমির ব্যক্তিগত মালিকানা বিলোপনের মাধ্যমে ভূমিকে দুনিয়ার সকলের সাধারণভাবে ব্যবহার করার জন্য কমিউনিজমে ভূমি হচ্ছে সকলের সাধারণ সম্পত্তি তথা সামাজিক সম্পত্তি। কাজেই, ভূমি সংস্কারের লেনিনীয় নীতি কেবল কমিউনিস্ট আন্দোলন বিরোধীই নয়, বরং তা হচ্ছে কমিউনিজমকে কমিউনিজমের নামে প্রতিহতকরণের এক ভয়ংকরী দুষ্ট নীতি। আর এ জন্যই, লেনিন উত্তর কালে কেবল ফিলেদ-চে'রা নয় বরং নানান দেশের সামরিক স্বৈরাচারগণও লেনিনীয় ভূমি নীতি কার্যকরণের চেষ্টা করছে, আর লেনিনবাদীরা সামরিক স্বৈরাচারদের ভূমি সংস্কারের অমন নীতিকে লেনিনীয় নীতির সাফল্য বিবেচনায় তা কার্যকরীকরণে তথাকথিত আন্দোলনও করছে। অতঃপর, অনুরূপ ভূমি সংস্কার নীতি যদি কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের ক্রিয়া বলে গণ্য হয় লেনিনীয় নিদানে তবে, অনুরূপ ভূমি

নীতি ঘোষণাকারী সামরিক স্বৈরাচারগণ কেন কমিউনিস্ট নয়? অতঃপর, অনুরূপ সংস্কার নীতির ঘোষণাকারী সামরিক স্বৈরাচারগণের নেতা লেনিন আর যাহাই হোক কমিউনিস্ট যে নয়, তাওতো নিশ্চিত হয়, কেবলমাত্র তার ভূমি সংস্কার নীতির দ্বারাই।

মৃত্যুদন্ড বাতিলে আন্দোলন গড়েছেন বুর্জোয়াদের অগ্রণী অংশ যারা ইহলোকিকতার রাজনীতি তথা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রবক্তা। ভলতেয়ার তাদের মধ্যে পুরোধা। ফলশ্রুতিতে- ১৮৫৯ সালে প্রথম মৃত্যুদন্ড রহিত হয় রোমে, আর এখন শতাধিক দেশ মৃত্যুদন্ডের বিধান মুক্ত। কিন্তু, বিনা বিচারে হত্যার জন্য লেনিন নিজেই নির্দেশদাতা। এমনকি, লেনিনের সংবিধানে বিচার বিভাগ থাকলেও বা তার মন্ত্রী সভায় তদ্বিষয়ক কমিশনার থাকলেও লেনিনের জীবৎদশায় লেনিনের রাশিয়ায় সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। উপরন্ত, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীকে বেপরোয়া খুনের লাইসেন্স দিয়েছিলেন খোদ লেনিনই। অথচ, সমাজতন্ত্র হচ্ছে খুন-খারাবির জন্য পত্তনকৃত সকল বাহিনীমুক্ত; এবং মানুষ মানুষকে খুন করার চিন্তা করাটা সমাজতন্ত্রে কেবল অবান্তরই নয়, বরং অকল্পনীয়। অতঃপর, ভোলতেয়ারদের অধম লেনিন যদি হয় কমিউনিস্ট তবে বুর্জোয়া কারা?

লেনিন ও বলশেভিক পার্টির দুস্কর্মসমূহকে কমিউনিস্ট কর্ম হিসাবে প্রতিপন্নে লেনিন ও লেনিনবাদী মোড়লরা মার্কস-এ্যাংগেলস কর্তৃক আবিস্কৃত, সূত্রায়িত ও ব্যাখ্যাত কমিউনিজমের বিজ্ঞানকে বিকৃত করতেও লজ্জিত বা দিদ্ধান্দ্বিত হয়নি। লেনিনের পার্টি কেবল কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারই নয়, উপরন্ত মার্কস কতৃক লিখিত "পুঁজির" বংগানুবাদেও কারসাজি ও জালিয়াতি করেছে। উল্লেখ্য, কমিউনিজমে জাল-জালিয়াতির কোনো উপযোগিতা যেমন নাই,তেমন এ সকল দুস্কর্ম কমিউনিস্ট সোসাইটিতে অচিন্তনীয়। আর পুঁজিতন্ত্র হালের সকল প্রকার দুস্কর্মের জন্মদাতা ও পরিপোষক। কারণ, পুঁজি নিজেই দুস্কর্মের ফল। সুতরাং, বর্ণিত দুস্কর্মের হোতা লেনিন পুঁজিতন্ত্রের সেবক বৈ পুঁজিতন্ত্র বিরোধী হওয়ার কোনো কারণ নাই। অতঃপর, একই কারণে মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্রকে সংরক্ষায় বিশ্ব অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক বিশ্ব ব্যাংক-আই এম এফ প্রতিষ্ঠায় মূল অংশীদার ত্রয়ীর অন্যতম ছিলেন বটে লেনিনের শিষ্য ষ্ট্যালিন।

কোনো সন্দেহ নাই, আই এম এফের শাসনে রাষ্ট্রগুলো হচ্ছে মৃতবৎ; তাই, জাতীয় রাষ্ট্র হচ্ছে মৃত। যদিচ, দুনিয়ার পুঁজিপতিরা দাবী করে আসছে যে, বিশ্বায়ন বস্তুত, পুঁজিতন্ত্রী বিশ্বায়নের কারণেই রাষ্ট্রের এই অবস্থা। অতঃপর, বৈশ্বিক কর্তৃত্ব ও কর্তৃপক্ষ সমেত বিশ্বায়নের ফলে লেনিনীয় রাষ্ট্রীয় পুজিতন্ত্রের উপযোগিতা তলানীতে নেমেছে। অন্যদিকে, ব্যক্তি মালিকানার জন্য পুঁজির উপযুক্ত শর্তাদি সৃষ্টিতে রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের পরিণতি হচ্ছে ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিতন্ত্র সংরক্ষার এক ব্যর্থ প্রচেষ্টা। সুতরাং, রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি ও বিভক্তি হচ্ছে তারই স্বীয় পরিণতি। সুনিশ্চিতভাবে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির মাধ্যমে ইতিহাস নিজেই লেনিন ও লেনিনবাদী মোড়লদের মুখোশ পরিহীত বিশ্রি -নোংরা ও কদাকার মুখ উন্মুক্ত করেছে। অতঃপর, কমিউনিস্ট মুখোশধারী আর কমিউনিস্ট যেমন এক কথা নয়, তেমন লেনিন ও লেনিনবাদীরা কমিউনিস্ট নয়।

সুতরাং, লেনিন কমিউনিস্ট ছিলেন না।

প্রকাশিত বই:

১। লেনিন চীট এন্ড বিট্রেয়িং মার্কস সো আই এম এফ দি ওয়ার্ল্ড লর্ড এন্ড..
২। লেনিনের সংবিধান বর্বর হাম্মুরাবীর কোডের চেয়েও জঘন্য
৩। বাংলাদেশের সংবিধান– না সমাজতান্ত্রিক না গণতান্ত্রিক
মাওয়ের চীন আরো জঘন্য
৪। শ্রেণীহীন সমাজের ইস্তাহার
৫। কমিউনিস্টতো নয়ই জন্মসূত্রেও বলশেভিকরা
খুনি ও ধাপ্পাবাজ বুর্জোয়াদের অধম
৬। লেনিনবাদীরা {সি পি এস ইউ– সি পি আই (এম) }
কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার অনুবাদেও কারসাজি করেছে
৭। পুঁজির পরিণতি
৮। কমিউনিস্ট পার্টির ম্যানিফেস্টো (ইংরেজী ও বাংলা)
৯। কমিউনিজমের জন্য
১০। পুঁজিতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র
11. Fall of USSR Self-Term.
12. No Leninist Party is Communist Party.
১৩। আমি কেন স্বাধীনতা ও মুক্তির আন্দোলনে ।

প্রকাশনায়: ইনফরমেশন সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স ফ্রিডম।

Web-site: **www.icwfreedom.org**
e-mail: icwfreedom@gmail.com> shahalamicwf@hotmail.com.
On line group:
https://www.facebook.com/groups/whatandwhy2/
https://www.facebook.com/groups/COMMUNIST.REVOLUTION.UNIVERSAL/
https://www.facebook.com/groups/forcommunism/
Page: https://www.facebook.com/www.icwfreedom.org
Mob: (880) +01715345006.